নেক আমালিয়াত

হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব

(পাকিস্তান)



মক্কা প্রকাশন

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اللهُ : اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ

নেক আমালিয়াত

হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি পাকিস্তান
(এর আমালিয়াত কা ফাযায়েল এর অনুকরণে সংকলিত)

সংকলনে
মাওলানা আবু সাবিত বিন রুহুল আমীন

প্রকাশনায়
মক্কা প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
দোকান নং-৩৬, মোবাইল : ০১৭০৪৯৮৯৭৭৯

নেক আমালিয়াত

হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহ. পাকিস্তান

প্রকাশক

মোহাম্মাদ আনোয়ার এলাহী জাহীদ

মক্কা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : জুলাই– ২০০৯ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি– ২০১০ ইং
তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল– ২০১২ ইং
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর– ২০১৯ ইং

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য যাঁর কোন শরীক নাই। দরূদ ও সালাম মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর যার পরে কোন নবী বা রাসূল নেই। দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি যাদের ওসিলায় আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন পৌছেছে। আজ থেকে কয়েকশ' বছর পূর্বে ইমাম মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন জাযরী (রহ) হাদীসের বিশাল বিশাল গ্রন্থ থেকে অতীব প্রয়োজনীয় দোয়া সমূহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যা হিসনে হাসীন নামে সবার নিকট দোয়ার কিতাব হিসেবে ব্যাপকভাবে সমাদ্রিত। অনেক সময় বড় কিতাব সাথে রাখা কষ্ট-সাধ্য হয়ে যায় বিশেষ করে সফরের সময়। ভাই হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব আফ্রিকা সফরের সময় সেখানকার মুসলমান ভাইদেরকে গুরুত্বপূর্ণ

আমলের তালিম দিয়েছিলেন। যা ছোট পুস্তিকা আকারে বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক দিন থেকে এ ধরনের একটি পুস্তিকা প্রকাশের ইরাদা করছিলাম। অবশেষে মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ও রহমতে পাকিস্তানের ভাই হাজী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব দা. বা.-এর পুস্তিকা এবং হিসনে হাসীন ও আততারগীব ওয়াত তারহীব কিতাব সামনে রেখে 'নেক আমালিয়াত' নামক এই কিতাব লেখা শুরু করি। মহান আল্লাহ্ পাকের অশেষ শুকরিয়া তিনি আমাকে পুস্তিকার কাজ শেষ করার তাওফীক দান করেছেন। আমার পূর্বেও অনেক ভাই এ ধরনের পুস্তিকা লিখেছেন, প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ সবার মেহনতকে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। এ কিতাবকে আমাদের নাজাতের উসিলা করুন। আমীন!

—আবু সাবিত বিন রুহুল আমীন

ফাজায়েলে বিসমিল্লাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিঃ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়বে আল্লাহ তায়ালা তার প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে চার হাজার নেকী দান করবেন, চার হাজার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং চার হাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

—নুজহাতুল মাজালিস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-এর মধ্যে ১৯টি হরফ রয়েছে। তাই একবার পাঠ করলে ৪০০০×১৯ = ৭৬০০০ নেকী পাওয়া যায়। ৪০০০ × ১৯ = ৭৬০০০ গুনাহ মাফ হয়, ৪০০০ × ১৯ = ৭৬০০০ মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। সোবহানাল্লাহ! আল্লাহর দানের সীমা কল্পনাও করা যায় না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কোরআনুল কারীমের অলংকার। যখন কারো অন্তরে একবার এই আয়াত গেঁথে যায় এবং বাসা বেঁধে নেয় তখন সেখানে অন্য কিছুর জরুরত থাকে না।

বিসমিল্লাহ এর আমল দ্বারা যে সম্মান, শান্তি ও বরকত অর্জিত হয় তা অন্য কোন আমলে হয় না। بِسْمِ اللّٰهِ -তেই রয়েছে গৌরব সৌন্দর্য, মান-মর্যাদা এবং মহত্ব। بِسْمِ اللّٰهِ -র 'বা' এর নকতার বরকতে আল্লাহ তায়ালার বরকতের যে ঝর্ণা প্রবাহিত হয় তা জলের স্থলের তথা সকল মাখলুকই উপকৃত হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নাযিল হওয়ার সময় শয়তান তার (নিজে) মাথায় মাটি মেরেছিল এবং তার উপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম করে বলেছেন, যে কাজের মধ্যেই আমার এই

বরকতপূর্ণ নাম নেয়া হবে তাতে বরকত হবে। অসুস্থ অবস্থায় পড়লে আরোগ্য লাভ করবে এবং এর পাঠকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সূরা এখলাসের ফাজায়েল ও বারাকাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ ـ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন ওযূর সাথে দুই শত বার সূরা এখলাস পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে নয়টি নেয়ামত দান করবেন।

* গজবের ৩০০ দরজা বন্ধ করে দিবেন।

* রহমতের ৩০০ দরজা খুলে দিবেন।

* রিজিকের ৩০০ দরজা খুলে দিবেন।

* আল্লাহ তাকে ইলম, ধৈর্য ও বুঝ দান করবেন।

* ৬৬ বার কুরআন শরীফ খতম করার সওয়াব দান করবেন।

* ৫০ বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

* জান্নাতের বিশাল ২০টি মহল দান করবেন, যা নির্মিত হবে ইয়াকুত মারজান, জমরুদ দ্বারা।

* দুই হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার সওয়াব দান করবেন।

* মৃত্যুর পর তার জানাযায় এক লক্ষ দশ হাজার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করবেন।

ভাই হাজী আবদুল ওয়াহাব সাহেবের বয়ানে আলোচিত বিভিন্ন আমলের ফযিলত ও আমল

* যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় তিন সূরা (সূরা এখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস) পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে আসমান, জমীন, জিন ও ইনসানের সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন। –তিরমিযী শরীফ

* যখন কোন ব্যক্তি আপনার সাথে তর্কে লিপ্ত হতে চায় তখন আপনি তিনবার সূরায়ে ফাতিহা এবং তিনবার সূরা এখলাস পড়বেন। ইনশাআল্লাহ সহজেই সমাধান পেয়ে যাবেন এবং সফলকাম হবেন।

* যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এ দরূদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যেক শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন এবং যে ব্যক্তি ব্যাথা বা অসুস্থতার সময় শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ এবং মাঝে সূরায়ে ফাতিহার সাথে এই দরূদ শরীফ পড়বে সে উক্ত রোগ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّ دَوَاءٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মোহাম্মাদিন বিআ'দাদি কুল্লি দা-ইন ওয়া দাওয়াইন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

* যে ব্যক্তি প্রতিদিন জোহরের নামাযের পর একশত বার এই দরূদ শরীফ পড়বে সে ব্যক্তি কখনো ঋণগ্রস্থ্ হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গায়েবী খাজানা থেকে তার ঋণ আদায় করে দিবেন এবং তার গুনাহের লক্ষ্য করে তাকে আযাব দেয়া হবে না।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মোহাম্মাদিন ওয়ালা আ-লিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

* যে ব্যক্তি ফজরের পর এগারো বার–

يَا مَالِكُ يَا قُدُّوْسُ (ইয়া মা-লিকু ইয়া কুদ্দুসু) পড়বে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লজ্জাস্থানের (যৌন) বিভিন্ন রোগ থেকে হেফাজত করবেন।

* যে ব্যক্তি এই দরূদ দিনে একশত বার পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দিবেন। আর

এশার পর একশত বার পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত নসীব করবেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ .

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মোহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া সাল্লি আ'লাল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়ালাল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি।

* যদি কোন ব্যক্তি প্রতিদিন ১১ বার এই দরূদ পড়ে তার মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাকে তার জান্নাতের ঠিকানা দেখাবেন।

صَلَّ اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۔

সাল্লাল্লাহু আ'লা সায়্যিদিনা মোহাম্মাদিন।

* যে ব্যক্তি প্রতিদিন ৪০ বার এই দোয়া পড়বে

সে সকল প্রকার রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবে, যদি সে সুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর যদি সেদিন তার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۔

লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সোবহানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনাজ জালিমিন।

* যে ব্যক্তি ৪১ বার সূরা আল কাউসার পড়ে শস্যদানা ইত্যাদির উপর ফুঁক দিবে তার রিযিক কখনো শেষ হবে না।

সূরা আল কাউসার ঃ

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۔

ইন্না আ'ত্বইনা কাল্ কাউসার ফাসল্লি লিরব্বিকা অন্‌হার, ইন্না শানিআকা হুয়াল আব্‌তার।

* যে ব্যক্তি ৪১ বার সূরা কুরাইশ পাঠ করে ফসল বা খাদ্যের পাত্রে ফুঁক দিবে, তা-ই তার (বরকতের) জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

সূরা কুরাইশ ঃ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ـ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ـ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ـ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ـ

লি-ই-লাফি কুরাইশিন ই-লাফিহিম রিহ্‌লাতাশ্ শিতা-ই ওয়াস্ সাইফি, ফাল্ ইয়া'য়বুদু রব্বা হাযাল্ বাইতি, আল্ লাযী আত্ব আ'মাহুম মিন্ জু'য়িন ওয়া মানাহুম মিন্ খাউফ।

* যে ব্যক্তি এই আয়াত তেলাওয়াত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার অবাধ্য স্ত্রী-সন্তানদেরকে বাধ্য করে দিবেন। (মা'মুলাতে আকাবের)

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ -

ওয়াজাআল্‌না মিম বাইনি আইদীহিম সাদ্দাওঁ ওয়ামিন খল্‌ফিহিম সাদ্দাওঁ ফা আগ্‌শাইনাহুম ফাহুম লা ইউব্‌সিরুন।

* যে ব্যক্তি প্রতিদিন ৪১ বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে আল্লাহ্ তায়ালা তার ঈমান ও একিনের দুর্বলতাকে দূর করে দিবেন।

আয়াতুল কুরসী ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ـ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ـ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ـ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ـ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউম, লা তায়খুযুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম, লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি ওমা ফিল আরদি মান্‌যাল লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি ইয়ায়লামু মা

বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খলফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা-শা-য়া। ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আজীম।

* যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর ১০০ বার এই দোয়া পড়বে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ـ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবীনু।'

আল্লাহ তায়ালা তার রিযিকের পেরেশানী দূর করে দিবেন, যাহেরী বাতেনী স্বচ্ছলতা দান করবেন, কবরে মুনকার নাকীরের সুয়াল জওয়াবে সাহায্য করবেন, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে।

* যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তিনবার এ কালেমা পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক রাকাতের জন্য এক বছর এবাদত করার সাওয়াব দান করবেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ইউহ্-ই ওইউমিতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুন লা ইয়ামুতু বি ইয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

* যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যু ছাড়া তার জান্নাতে প্রবেশে অন্য কোন অন্তরায় থাকবে না। —নাসাঈ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۔

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যখনই

এখলাসের সাথে কালেমা পাঠ করে, তখন তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এমন কি তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যতক্ষণ কবীরা গুনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকা হয়। —তিরমিযী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দা রাত্র-দিনের যে কোন মুহূর্তে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করে, তখন তার আমলনামায় পাপসমূহ মুছে ফেলা হয়। এমনকি সে সমপরিমাণ পুন্য নিয়ে শান্ত হয়। —আত তারগীব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতের চাবি হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর সাক্ষ্য দান। —আহমদ

* যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে এ দোয়া পাঠ করল, আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখে দিবেন। দশ লক্ষ গুনাহ মিটিয়ে দিবেন এবং দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। —তিরমিযী

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْـدَهٗ لَا شَرِيْـكَ لَـهٗ لَـهُ

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ

حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ .

* যে ব্যক্তি এ দরূদ পাঠ করবে, এক হাজার দিন পর্যন্ত সত্তর জন লিখক ফেরেশতা এর সাওয়াব লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন। —কবীর

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ .

'যাজাল্লাহু আন্‌না মোহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহু'।

'আল্লাহ মোহাম্মদ ﷺ-কে তাঁর যোগ্য প্রতিদান দান করুন।'

* যে ব্যক্তি এই দোয়াটি পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বিশ লক্ষ নেকী লিখে দিবেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَحَدًا

صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকালাহু আহাদান সামাদান লাম্ ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল-লাহু কুফুওয়ান আহাদ। -তবারানী

* যে ব্যক্তি সূরা আন্আম-এর প্রথম তিন আয়াত সকাল বা বিকালে পাঠ করবে, চব্বিশ হাজার ফেরেশতা কেয়ামত পর্যন্ত এবাদত করতে থাকবে আর তাদের সমস্ত সওয়াব তার (পাঠকারীর) আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে এবং এমন একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে সে শয়তানের মুখে চাবুক মারতে থাকবে যেন শয়তান তাকে (পাঠকারীকে) কুমন্ত্রণা দিতে না পারে। যার ফলে শয়তান ও তার মাঝে পর্দা পড়ে যায়। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে ডেকে বলবেন, হে বান্দা! আমার আরশের ছায়ায় এসো।

আমি তোমাকে জান্নাতের খানা খাওয়াব হাউজে কাউসারের পানি পান করাব সালসাবিল ঝর্ণার পানি দ্বারা গোসল করাব। —জালালাইন শরীফ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ . ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ـ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا . وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ـ وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ .

আল হামদু লিল্লাহিল লাযী খলাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আর্দা ওয়া যায়ালায্ যুলুমাতি

ওয়াননূর ছুম্মাল লাযীনা কাফারু বিরব্বিহিম ইয়াদিলূনা। হুয়াল্ লাযী খলাককুম মিন ত্বীনিন ছুম্মা ক্বা-যা আযালান ওয়া আযালুম মুসাম্মান ইনদাহু ছুম্মা আনতুম তামতারুন। ওয়াহুয়াল্লাহু ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াফিল আরদি ইয়ায়লামু সির্‌রাকুম ওয়া যাহরাকুম ওয়াইয়ায়্‌লামু মা তাকসিবুন।

* যে ব্যক্তি প্রতিদিন ফজর নামাযের পর দশ বার দরূদে ইবরাহীম পড়বে সে ব্যক্তির রূহ নবীদের এবং সিদ্দীকীনদের মত বের করা হবে এবং পুলসিরাত অতিক্রম সহজ হবে। হাউজে কাউসার থেকে পানি পানে তাকে সাহায্য করা হবে। ফেরেশ্তাগণ সিজদাবনত হয়ে তার জন্য সুপারিশ করবে। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। —জারিয়াতুল উসূল

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ

اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মোহাম্মাদিন ওয়ালা আ-লে মোহাম্মাদ কামা সাললাইতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়ালা আ-লে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মোহাম্মাদিন ওয়ালা আ-লে মোহাম্মাদ কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়ালা আ-লে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

* যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল বেলা ১৯ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম পড়বে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামের ১৯

প্রকার আযাব এবং আযাবের ১৯ জন ফেরেশতা থেকে মুক্তি দান করবেন। —মাযহারী

* যে ব্যক্তি সকাল বেলা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় (পড়বে)—

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

বিসমিল্লাহি তাওক্কাল্তু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

* আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন, * শয়তান থেকে দূরে রাখবেন, * তাকে হেদায়েত দান করা হবে। —তিরমিযী শরীফ

* যে ব্যক্তি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ৫০ বার এ দরূদ পড়বে, আল্লাহ্ তায়াল তাকে দ্বীন ও দুনিয়ার কাজে দৃঢ়তা ও এস্তেকামাত দান করবেন। —মাযহারী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ ۔

আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মোহাম্মাদিন ওয়ালা আ-লে মোহাম্মাদিন সালাতান দা-ইমাতান বিদাওয়ামিকা।

সকাল সন্ধ্যার আমল

* যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়বে তার জন্য সমস্ত গুনাহ কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমান হয়-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ

الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۔

আস্তাগ্ ফিরুল্লাহাল্ লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউমু ওয়াতুবু ইলাইহি।

* যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পাঠ করবে সে মৃত্যু পর্যন্ত চার প্রকার রোগ থেকে মুক্ত থাকবে– ১. কুষ্ঠ রোগ, ২. মানসিক রোগ, ৩. অন্ধত্ব, ৪. প্যারালাইসিস।

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

সোবহানাল্লাহিল আযীমি ওয়াবিহামদিহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

* যে ব্যক্তি সাত বার এই দোয়া পড়বে সে জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত থাকবে।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ۔

আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান নার।

* যে ব্যক্তি এই দোয়া দশবার পড়বে, সে দশটি নেকী লাভ করবে। দশজন গোলাম আযাদ

করার সওয়াব লাভ করবে এবং সকল মন্দ কাজ থেকে মুক্ত থাকবে। —তিরমিযী

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহ্-ই ওইউমিতু ওয়াহুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

* যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় তিনবার এই দোয়া পড়বে আল্লাহ তায়ালা তাকে সকল প্রকার আকস্মিক বিপদ হতে নিরাপদ রাখবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

বিসমিল্লাহিল লাযী লা ইয়াদুররু মা'আ ইস্মিহি শাইয়ুন ফীল আরদি ওয়ালা ফীস্ সামা-ই ওয়াহুয়াস সামীউল আলীম। —মুসতাদরেকে হাকেম

* যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়া তিনবার করে পড়বে আল্লাহ তায়ালা তাকে সমগ্র মাখলুক বিশেষ করে সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি বিষাক্ত ও ক্ষতিকর জন্তুর অনিষ্ট হতে হেফাজতে রাখবেন। বিশেষ করে রাতের বেলায় কোন কোন বর্ণনায় শুধু সন্ধ্যায় তিনবার পড়ার কথা রয়েছে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

আউযু বি কালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক্বা। —হিসনে হাসীন

* রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়বে কেয়ামতের দিন

তাকে রাজী ও খুশী করা আল্লাহ পাকের দায়িত্ব হয়ে যায়–

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُوْلًا وَّ نَبِيًّا

রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাওঁ ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনাওঁ ওয়াবি মোহাম্মাদিন ﷺ রাসূলাওঁ ওয়ানাবিয়্যা। –দারেমী

* হযরত আবু দারদা রাযিঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় সাতবার করে এই দোয়া পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ইহকাল ও পরকালের সকল দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করে দিবেন। –দারেমী

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

হাস্‌বিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলাইহি তাওয়াক্‌কাল্‌তু ওয়াহুয়া রব্বুল আরশিল আজীম।

সাইয়্যিদুল এসতেগফার

* আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়বে অতঃপর সে দিন বা সে রাতে মৃত্যুবরণ করলে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জান্নাতবাসী হবে।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খলাকত্বানী ওয়াআনা আবদুকা ওয়াআনা আ'লা আ'হাদিকা ওয়াওয়াদিকা মাস্‌তাত্বয়তু আউযুবিকা মিন শাররি মা সনায়তু আবুউ লাকা বিনিয়মাতিকা আ'লাইয়্যা ওয়া বূ-উ বিযাম্‌বী ফাগ্‌ফিরলী ফা ইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফিরুয্‌ যুনুবা ইল্লাহ্‌ আনতা।

* যে ব্যক্তি এই দোয়া সকালে পড়ল সে যেন সে দিনের সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করে দিল এবং যে ব্যক্তি রাতে পড়ল সে যেন ঐ রাতের সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করে দিল।

—আবু দাউদ, দারেমী

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ لِيْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔

আল্লাহুম্মা মা আস্‌বাহা লী মিন্ নিয়‌্মাতিন আও বি আহাদিম মিন খল্‌কিকা ফা মিনকা ওয়াহ্‌দাকা লা শারীকা লাকা ফালাকাল্ হাম্‌দু ওয়ালাকাশ্ শুক্‌রু। (সন্ধ্যায় পড়ার সময় আস্‌বাহার পরিবর্তে 'আম্‌সা' পড়বেন)

জ্বিন, ভূত ইত্যাদি হতে হেফাযতে থাকার আমল

হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা মু'মিনের (গাফের) প্রাথমিক আয়াত (প্রথম তিন আয়াত) এবং আয়াতুল কুরসী পড়বে, সে এর কারণে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল বিপদাপদ ও অপ্রীতিকর অবস্থা হতে হেফাজতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়বে সে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। —আহমদ, তিরমিজী

সূরা মু'মিনের প্রথম তিন আয়াত ঃ

حٰمٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ

الْعَلِيْمِ ـ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

হা-মীম তান্‌যীলুল কিতাবি মিনাল্লাহিল আযীযীল আ'লীমি গা-ফিরিয্ যাম্‌বি ওয়া ক্বাবিলিত্ তাওবি শাদীদিল ঈক্বাবি যিদ্ ত্বাওলি, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ইলাইহিল মাসীর।

আয়াতুল কুরসী ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ - لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ - مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ - وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا

بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۔

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউম, লা তায়খুযূহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম, লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি ওমা ফিল আরদি মান্‌যাল লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি ইয়ায়লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খলফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা-শা-য়া। ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্‌যুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আজীম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি সকালে (নিম্নোক্ত) দোয়া (সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত) পড়বে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সত্তর

হাজার ফেরেশতা নির্ধারণ করে দেন যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে আর যদি সে ব্যক্তি ঐদিন মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহীদ হবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ আমল করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নির্ধারণ করে দেন যারা ফজর পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে, যদি সে ঐ রাতে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে শহীদ হবে। -তিরমিযী, দারেমী

তিনবার-

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

আউযু বিল্লাহিস্ সামিঈল আ'লীমি মিনাশ্ শাইতয়ানির রাজীম।

তৎপর-

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

হুয়াল্লাহু ল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আ'লিমুল গায়বি ওয়াশ্‌শাহাদাতি হুয়ার রহমানুর রাহীম।

হুয়াল্লাহুল লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল মালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'য়মিনুল মুহায়মিনুল আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বিরু সোবহানাল্লাহি আম্মা ইউশরিকুন। হুয়াল্লাহুল খালিকুল বা-রিউল মুছাউয়িরু লাহুল আসমাউল হুসনা ইউসাববিহু লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াহুয়াল আযীযুল হাকীম।

* হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় (নিম্নোক্ত) আমল করবে, তার এই আমল সমস্ত বস্তুর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে (অর্থাৎ সমস্ত ক্ষতিকর কষ্টদায়ক বস্তু হতে সে নিরাপদ থাকবে)।

আমল ঃ তিনবার সূরা এখলাস (আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহ)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ

ـ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

তিনবার সূরা ফালাক—

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি মা খালাক্ব। ওয়া মিন শাররি গাসিকিন্ ইযা ওয়াক্বাব ওয়া মিন শার্‌রিন্ নাফ্ ফাছাতি ফিল উক্বাদ। ওয়া মিন শার্‌রি হাসিদিন ইযা হাসাদ।

তিনবার সূরা নাস—

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ

النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -

কুল আউযু বিরাব্বিন্ না-সি মালিকিন্ না-সি। ইলাহিন্ না-সি। মিন শার্‌রিল ওয়াস ওয়াসিল খান্‌না-সি। আল্ লাযি ইউওয়াস্ বিসু ফি সুদূরিন্ না-সি। মিনাল জিন্‌নাতি ওয়ান না-সি।

কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ও পেরেশানীতে থাকলে এই দোয়া পড়বে। —আবু দাউদ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ

الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ -

আল্লাহুম্মা ইন্‌নী আউযুবিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল্ হুয্‌নি ওয়াআউযুবিকা মিনাল আয্‌যি ওয়াল কাসলি ওয়াআউযুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়াআউযুবিকা মিন গালাবাতিদ্ দাইনি ওয়া ক্বাহরির রিজাল।

* যে ব্যক্তি নিম্নক্ত দোয়া চার বার পাঠ করবে, তার শরীর আগুন থেকে হেফাজতে থাকবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে মাফ করে দিবেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلٰئِكَتِكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ -

আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্ বাহ্তু উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা ওয়া মালায়িকাতিকা ওয়া জামীয়া খলক্বিকা বি আন্নাকা আন্তা আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়ান্না মোহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা। —তিরমিযী, নাসাঈ

(সন্ধ্যায় পড়ার সময়— 'আল্লাহুম্মা আমসাইতু" পড়বে)

* হযরত আনাস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি এ দোয়া একবার পড়বে আল্লাহ তায়ালা তার জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও তার দ্বীনকে সমস্ত অনিষ্ট থেকে হেফাজত করবেন। —কানজুল উম্মাল

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَدِيْنِيْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى اَهْلِيْ وَمَالِيْ وَوَلَدِيْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى مَا اَعْطَانِيْ اللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ

شَيْئًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

وَاَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَعْظَمُ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ عَزَّ

جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ

اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ

شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا

هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيْمِ ـ اِنَّ وَلِىَّ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ

الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ـ

বিসমিল্লাহি আ'লা নাফ্সী ওয়াদ্বীনি বিসমিল্লাহি আ'লা আহ্লী ওয়া মালী ওয়া ওয়ালাদী বিসমিল্লাহি

আ'লা মা আ-ত্বনী আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা উশ্‌রিকু বিহি শাইয়ান আল্লাহু আকবারু আল্লাহু আকবারু আল্লাহু আকবারু ওয়া-আয়াযুজু ওয়া আজালুলু ওয়া আ-জামু মিম্মা আখাফু ওয়াআহ্‌জারু আয্‌জা জারুকা ওয়া জাল্‌লা সানাউকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা। আল্লাহুম্মা ইন্‌নী আউযুবিকা মিন্ শাররি নাফসী ওয়ামিন শাররি কুল্লি শাইতয়ানিম্ মারীদিন অমিন শাররি কুল্লি জাব্বারিন আনীদ। ফা-ইন তাওল্‌লাও ফাকুল হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া আ'লাইহি তাওক্‌কাল্‌তু ওয়াহুয়া রব্বুল আরশিল আজীম ইন্‌না ওলিয়্যাল্লাহু ল্‌লাযী নায্‌যালাল্ কিতাবা ওয়াহুয়া ইয়াতাওয়াললাস্ সালেহীন।

* হযরত আবু দারদা রাযিঃ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি একবার এ দোয়া পড়বে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত দুর্ঘটনা থেকে তাকে হেফাজত করবে।

দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

আল্লাহুম্মা আন্‌তা রব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা আ'লাইকা তাওয়াক্‌কাল্‌তু ওয়াআন্‌তা রব্বুল আরশিল কারীম। মা শা আল্লাহু কানা ওয়ামা লাম্ ইয়াশায় লাম ইয়াকুন ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। আ'য়লামু আন্ নাল্লাহা আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর ওয়ান্ নাল্লাহা ক্বদ আহাত্বা বিকুল্লি শাইয়িন ইল্‌মা আল্লাহুম্মা ইন্‌নী আউযুবিকা মিন শাররি নাফসি ওয়ামিন শাররি কুল্লি দাববাতিন আনতা আ-খিজুন বি নাসিয়াতিহা ইন্‌না রব্বি আ'লা সিরাতিম্ মুসতাক্বীম।

* রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ আয়াত তিনটি (সূরা রুমের ১৭ - ১৯ নং আয়াত) পড়বে ঐ দিন (ওযিফা ইত্যাদি) যা কিছু ছুটে গেছে সে তার সওয়াব প্রাপ্ত হবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ আয়াতগুলো পড়বে ঐ রাতের (ওযিফা

ইত্যাদি) যা কিছু তার ছুটে যাবে তার সওয়াব সে প্রাপ্ত হবে। -হিসনে হাসীন

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ـ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ـ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ـ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُوْنَ ـ

ফা সোব্হানাল্লাহি হীনা তুমছুনা ওয়া হীনা তুসবিহুন ওয়া লাহুল হামদু ফীস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া আশিইয়্যাওঁ ওয়া হীনা তুজ্হিরুন। ইউখ্রিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া ইউখ্রিজুল্

মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি ওয়া-ইউহ্-ইল আরদা বা'দা মাওতিহা ওয়া কাযালিকা তুখ্‌রাজুন।

* হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতের বেলা এ আয়াতটি পাঠ করবে তার জন্য এডেন থেকে মক্কা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশেষ আলোক রশ্মি হবে, যার মধ্যে থাকবে ফেরেশতাদের দল। –বায্‌যার, আততারগীব

আয়াত ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ـ

ফামান কা-না ইয়ারজু লিক্বায়া রব্বিহি ফাল ইয়ায়মাল আমালান সালিহান ওয়ালা ইউশরিক বি ইবাদাতি রব্বিহি আহাদা। –সূরা কাহাফ শেষ আয়াতাংশ

* যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ও নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ একবার করে পাঠ করবে তার জন্য আল্লাহ

রব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন, আমার ইজ্জত, সম্মান ও উঁচু মর্যাদার কসম যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর উক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করবে তাকে আমি ক্ষমা করে দিব। জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দেব এবং সত্তর বার রহমতের দৃষ্টি দান করবো। সত্তরটি হাজত পুরা করে দিব যার সবচে ছোট হাজত হবে আমার মাগফেরাত।

সূরা ফাতিহা ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ـ

আল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন। আর রাহমানির রাহীম; মালিকি ইয়াওমিদ্ দ্বীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়িন। ইহদিনাছ্ছিরাতাল মুস্‌তাকিম।ছিরাতাল্লাযিনা আনআ'মতা আলাইহিম। গায়রিল মাগদূবি আ'লাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লিন।

আয়াতুল কুরসী ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ـ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ـ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ـ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ ـ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضَ - وَلَا يَـئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ

الْعَظِيْمُ.

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউম, লা তায়খুযুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম, লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি ওমা ফিল আরদি মান্যাল লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি ইয়ায়লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খলফাহুম, ওয়ালা ইউহীতুনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা-শা-য়া। ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্যুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আজীম।

তারপর–

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا

هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ

اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ

بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ

فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ـ

শাহিদাল্লাহু আন্ নাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ওয়াল্ মালা-ইকাতু ওয়া উলুল্ ইল্মি ক্বা-ইমাম বিল কিস্তি, লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ আযীযুল হাকীম। ইন্নাদ দ্বীনা ইন্দাল ল্লাহিল ইসলামু, ওয়ামাখ্তালাফাল্ লাযীনা উ-তুল্ কিতাবা ইল্লা মিম্ বা'দি মা জা আহুমুল্ ইলমু বাগ্ইয়াম বাইনাহুম। ওয়া-মাই ইয়াক্ফুর বি আয়াতিল্লাহি ফা ইন্নাল্লাহা সারীউল হিসাব। —সূরা আলে ইমরান : ১৮ - ১৯

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ
تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ
تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۔
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى
النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ
الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۔

কুলিল্লাহুম্মা মা-লিকাল মুলকি তুয়্তিল মুল্কা মান্ তাশাউ ওয়া তান্জিউল মুলকা মিম্মান তাশাউ ওয়া তুয়িজ্জু মান্ তাশাউ ওয়া তুজিল্লু মান্ তাশাউ বিয়াদিকাল্ খাইরু ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাইয়িন

ক্বাদীর। তু-লিজুল লাইলা ফিন্ নাহারি ওয়া তু-লিজুন্ নাহারা ফিল্ লাইলি ওয়া তুখ্‌রিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি 'ওয়া তুখরিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি ওয়া তারজুকু মান্ তাশাউ বিগাইরি হিসাব। —সূরা আলে ইমরান— ২৬ - ২৭

সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ

وَالْعَافِيَةَ فِى دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَتِىْ اَللّٰهُمَّ

احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ

يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ

بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ -

আল্লাহুম্মা ইন্‌নী আস্‌য়ালুকাল আ-ফিয়াতা ফিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াল আ-খেরা আল্লাহুম্মা ইন্‌নী আস্‌য়ালুকাল আফ্‌ওয়া ওয়াল আ-ফিয়াতা ফী দ্বীনি ওয়া দুন্‌ইয়া ইয়া ওয়া আহ্‌লী ওয়া মালী। আল্লাহুম্মাস্‌তুর আওরাতী ওয়া আমিন্ রাওয়াতী। আল্লাহুম্মাহ্ ফাজ্‌নী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়ামিন খল্‌ফী ওয়া আন্ ইয়ামীনী ওয়া আন্ শিমালী ওয়া মিন ফাওক্বী ওয়াআউযু বিআয্‌মতিকা আন্ উগ্‌তা-লা মিন্ তাহ্‌তী। –হিসনে হাসীন

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি (উপরোক্ত) দোয়া একবার পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা দান করবেন। –আবু দাউদ

* বিপদের সময় সিজদার মধ্যে (নিম্নোক্ত) দোয়া পড়া খুবই কার্যকারী। নবী করীম ﷺ বদরের

যুদ্ধের সময় সিজদার মধ্যে এই দোয়াই পড়েছিলেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ যুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন। –হিসনে হাসীন

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ -

ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইউমু বিরহমাতিকা আসতাগীছু আস্‌লিহ্‌ লী শায়্‌নী কুল্‌লাহু ওয়ালা তাকিল্‌নী ইলা নাফ্‌সী তর্‌ফাতা আইনিন্‌।।

* রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মোমিনিন হযরত জুআইরিয়া রাযিআল্লাহু আনহার নিকট থেকে ফজরের সুন্নত পড়ে বাহিরে তাশরীফ নিলেন সে সময় (উম্মুল মোমিনিন) তার মুসাল্লায় বসে তাসবীহ পড়তে ছিলেন। অতঃপর চাশতের পরে হুজুর ﷺ ঘরে ফিরে আসলেন, তখনও উম্মুল মোমিনিন পূর্বের

ন্যায় মুসাল্লায় তাসবীহতে লিপ্ত ছিলেন। হুজুর ﷺ বললেন, আমি যাওয়ার পর থেকে এভাবেই বসে আছ? আমি তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর এমন চারটি কালিমা তিনবার পড়েছি, যদি তার ওজন (তোমার) এই তাসবীহের সাথে করা হয় যা তুমি সকাল থেকে পড়েছ তার থেকে ভারী হবে, সে কালিমাগুলো হলো এই–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَاءَ

نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ ـ

সোবহানাল্লাহি ওয়াবিহাম্‌দিহি আদাদা খল্‌ক্বিহি ওয়া রিদায়া নাফ্‌সিহি ওয়া জি-নাতা আরশিহি ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। (এই দোয়া কমপক্ষে তিনবার পড়বে)।

–মুসলিম, নাসাঈ

* হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি দিনে ২৫ অথবা ২৭ বার মোমিন-মোমেনাতের মাগফেরাতের

জন্য দোয়া করবে সে আল্লাহ পাকের নিকট 'মোস্তাজাবুদ দাওয়াহ' (যাদের দোয়া আল্লাহর নিকট কবুল হয়) লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাদের দোয়ার উসিলায় জমিনবাসীকে রিযিক দেয়া হয়। -তবারানী

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ .

আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ালিল মো-মিনীনা ওয়াল মো-মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি।

* হযরত আলী রাযিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক দোয়া পর্দায় আবৃত থাকে। যে পর্যন্ত না মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করা হয়। -তাবারানী

* রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বলে, "হে আল্লাহ! আপনি মোহাম্মদ ﷺ-এর উপর করুণা বর্ষণ করুন এবং কিয়ামতের দিন তাকে আপনার

بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ ۔

আল্লাহুম্মা ইন্‌নী আস্‌য়ালুকাল আ-ফিয়াতা ফিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াল আ-খেরা আল্লাহুম্মা ইন্‌নী আস্‌য়ালুকাল আফ্‌ওয়া ওয়াল আ-ফিয়াতা ফী দ্বীনি ওয়া দুন্‌ইয়া ইয়া ওয়া আহ্‌লী ওয়া মালী। আল্লাহুম্মাস্‌তুর আওরাতী ওয়া আমিন্ রাওয়াতী। আল্লাহুম্মাহ্ ফাজ্‌নী মিম বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়ামিন খল্‌ফী ওয়া আন্ ইয়ামীনী ওয়া আন্ শিমালী ওয়া মিন ফাওক্বী ওয়াআউযু বিআয্‌মতিকা আন্ উগ্‌তা-লা মিন্ তাহ্‌তী। —হিসনে হাসীন

ফায়দা : হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি (উপরোক্ত) দোয়া একবার পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা দান করবেন। —আবু দাউদ

* বিপদের সময় সিজদার মধ্যে (নিম্নোক্ত) দোয়া পড়া খুবই কার্যকারী। নবী করীম ﷺ বদরের

কোরআনে কারীমের নিম্নলিখিত দশটি আয়াত রাতের যে কোন সময় তেলাওয়াত করবে।

–হিসনে হাসীন

ক. সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত।

খ. আয়াতুল কুরসী।

গ. আয়াতুল কুরসীর পরের দুই আয়াত।

ঘ. সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত।

الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
يُنْفِقُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ ـ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ

وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

আলীফ লা-ম মীম, যালিকাল্ কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল্ লিল্ মোত্তাকীন। আল্ লাযীনা ইউমিনূনা বিল গাইবি ওয়া ইউক্বীমুনাস্ সালাতা ওয়ামিম্মা রযাক্বনাহুম ইউন্‌ফিকুন। ওয়াল্ লাযীনা ইউমিনূনা বিমা উন্‌যিলা ইলাইকা ওমা উন্‌যিলা মিন্ ক্ববলিকা ওয়াবিল আ-খিরাতি হুম ইউক্বীনূন। উলাইকা আ'লা হুদাম্মির রব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফ্‌লিহুন।

আয়াতুল কুরসী ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ـ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ـ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا

خَلْفَهُمْ ـ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ

اِلَّا بِمَا شَآءَ ـ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضَ ـ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ

الْعَظِيْمُ ـ

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউম, লা তায়খুযূহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম, লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি ওমা ফিল আরদি মান্যাল লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি ইয়ায়লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খলফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা-শা-য়া। ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফ্যুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আজীম।

আয়াতুল কুরসীর পরের আয়াত দুটি ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ اَللّٰهُ
وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ
الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى
الظُّلُمَاتِ اُوْلٰٓـئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

লা ইকরা-হা ফীদ্ দ্বীনি ক্বদ্ তাবাই ইয়ানুর্ রুশ্দু মিনাল গায়্-ই ফামাই ইয়াক্ফুর বিদ্ত্বাগুতি অইউয়্মিম বিল্লাহি ফাক্বদিস্ তাম্সাকা বিল উরওয়াতিল উস্ক্বা লান্ ফিসামা লাহা ওয়াল্লাহু সামীউল আলীম। আল্লাহু ওয়ালিয়্যুল্ লাযীনা আ-মানু ইউখ্রিজুহুম মিনাজ্ জুলুমাতি ইলান্ নূর। ওয়াল্লাযীনা কাফারু আওলিয়ায়ুহুমুদ্ ত্বাগুতু ইউখ্রিজু নাহুম মিনান্ নূরি ইলাজ্ জুলুমাতি উলাইকা আসহাবুন্ না-রি হুম্ ফীহা খালিদুন।

সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত ঃ

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ

تُبْدُوْا مَافِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ

يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

قَدِيْرٌ ـ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ
رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ
وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ
رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ
نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ ـ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ
اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِنَا ـ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ

لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۞

উচ্চারণ ঃ লিল্লাহি মা ফীস্ সামাওয়াতি ওয়ামা ফীল্ আরদ্বি, ওয়াইন্ তুব্দূ মা ফী আনফূসিকুম আও তুখ্ফুহু ইউহাসিবকুম্ বিহিল্লাহু ফা ইয়াগ্ফিরু লিমাই ইয়াশায়ু অ-ইউআয্যিবু মাই ইঁয়াশা-য়ূ ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

আ-মানার্ রাসূলু বিমা উন্জিলা ইলাইহি মির রাব্বিহি ওয়াল্ মু'মিনূনা কুল্লুন আ-মানা বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসূলিহি লা নুফার্রিকু বাইনা আহাদিম মির রুসূলিহী ওয়া ক্ব-লূ সামি'য়না ওয়া আত্ব'য় না গোফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল্ মাসীরু লা ইউকাল্লিফু-ল্লাহু নাফ্সান্ ইল্লা উস্য়াহা লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাক্তাসাবাত রাব্বানা লা তুয়া-খিজ্না ইন্ নাসীনা

আও আখ্‌ত্ব'য় না রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইস্‌রান কামা হামাল্‌তাহু আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্‌মিলনা মা-লা ত্বয়াক্বতা লানা বিহী ওয়া'ফু আন্‌না ওয়াগ্‌ফির লানা ওয়ার্‌ হামনা আন্‌তা মাওলানা ফান্‌ছুরনা আ'লাল কওমিল কা-ফিরী-না।

উপরোক্ত (সূরা বাকারার) আয়াতের ফযীলত ঃ

হযরত সাহ্‌ল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক জিনিসের একটি চূড়া রয়েছে। আর কুরআনের চূড়া হল সূরা বাকারা, যে ব্যক্তি রাতের বেলা এ সূরাটি তার ঘরে পাঠ করবে, তিন রাত পর্যন্ত তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি দিনের বেলায় তা পাঠ করবে, তিনদিন পর্যন্ত তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করবে না। —ইবনে মাজাহ

হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ

আসমান ও যমীন সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। ঐ কিতাবের দু'টি আয়াত নাযিল করে তিনি সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। যে বাড়িতে তিন দিন এ আয়াত দু'টি পাঠ করা হবে, শয়তান ঐ বাড়ীর কাছে ও আসবে না। —তিরমিযী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ সূরা বাকারাকে এমন দু'টি আয়াত দ্বারা সমাপ্ত করেছেন, যে গুলো তিনি আরশের নীচের ভাণ্ডার থেকে আমাকে দান করেছেন। অতএব তোমরা এগুলো শিক্ষা কর এবং নিজেদের মহিলাদেরকে ও সন্তানদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা এ দু'টি একাধারে নামায কুরআন এবং দোয়া। —হাকীম

হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে সূরা বাকারার একটি আয়াত রয়েছে, যা কুরআনের আয়াতকুলের শিরোমনি। এ আয়াতটি কোন ঘরে পাঠ করা হলে ঐ ঘরে শয়তান থাকলে বেরিয়ে যায়, আয়াতটি হল আয়াতুল কুরসী। —হাকীম

রাতে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করার ফজিলত ঃ

হযরত জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

—মালেক, ইবনে হিব্বান

প্রতিরাতে সূরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করার ফজিলত ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিরাতে সূরা ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করবে, তার উপর দারিদ্র আপতিত হবে না। —রযীন

রাতে সূরা দোখান তেলাওয়াতের ফজিলতঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা দু'খান পাঠ করবে। সে এমন অবস্থায় প্রভাতে

উপনীত হবে যে, সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য ইস্তিগ্‌ফার করতে থাকবে। —তিরমিযী, দারা কুত্‌নী

সূরা কাফিরূন পাঠ করা ঃ

হযরত ফারওয়া ইবনে নাওফাল (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ নাওফাল (রা.)-কে বললেন ঃ তুমি قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ পড়বে, এরপর তা শেষ করে নিদ্রায় যাবে। কেননা তা তোমাকে শিরক থেকে মুক্ত করবে। —আবু দাউদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ـ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ـ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ـ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ـ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ۞

কুল্ ইয়া আইয়্যুহাল্ কাফিরুন। লা আ'বুদু মা তা'বুদুন। ওয়ালা আন্‌তুম আ'বিদূনা মা আ'বুদু। ওয়ালা আনা আ'বিদুম মা আ'বাদ্‌তুম। ওয়ালা আনতুম আ'বিদূনা মা আ'বুদু। লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন।

শয়নকালে এ আমলটি করবে ঃ

দু'হাত একত্রিত করে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ শেষ পর্যন্ত এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ শেষ পর্যন্ত এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ শেষ পর্যন্ত পড়ে হাতে ফুঁক দিবে অতঃপর যতখানী সম্ভব উভয় হাত শরীরের উপর বুলিয়ে নিবে। মাথা, মুখমণ্ডল ও শরীরের সম্মুখ দিক হতে আরম্ভ করবে। এরূপ তিনবার করবে। হুযুর ﷺ স্বয়ং শয়নকালে এ আমল করতেন। —হিসনে হাসীন, সুনানে নাসায়ী

সূরা এখলাস ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ

ـ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

সূরা ফালাক্ব ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ

فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি মা খালাক্ব। ওয়া মিন শাররি গাসিকিন্ ইযা ওয়াক্বাব ওয়া মিন শার্‌রিন্ নাফ্ ফাছাতি ফিল উক্বাদ। ওয়া মিন শার্‌রি হাসিদিন ইযা হাসাদ।

সূরা নাস ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ إِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -

কুল আউযু বিরাব্বিন্ না-স মালিকিন্ না-স। ইলাহিন্ না-স। মিন শার্‌রিল ওয়াস ওয়াসিল খান্‌না-সি। আল্ লাযি ইউওস্ বিসু ফি সুদূরিন্ না-স। মিনাল জিন্‌নাতি ওয়ান না-স।

তাসবীহে ফাতেমী পড়বে ঃ

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কলিজার টুকরা কন্যা ফাতেমা (রা.)-কে বলেছেন ঃ হে ফাতেমা! তুমি আল্লাহ কে ভয় কর, তোমার রবের ফরজ আদায় কর, তোমার পরিবার পরিজনের জন্য কাজ কর। যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন তুমি ৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার "আল্‌হামদুলিল্লাহ" এবং ৩৪ বার "আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। মোট একশত বার হল।

–বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী

কমপক্ষে তিনবার এস্তেগফার পড়বে ঃ

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ . (আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্‌ লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউমু ওয়াতুবু

ইলাইহি) পাঠ করবে, তার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের সমান, যদি ও তা হয় গাছের পাতাপল্লবের সমান, যদিও তা হয় স্তূপীকৃত বালুকারাশির সমান, যদিও তা হয় পৃথিবীর দিনসমূহের সমান। —তিরমিযী

তিনবার এ দোয়া পড়বে ঃ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔

"আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররী মা-খালাক্বা"

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে এ দোয়া পড়বে আল্লাহ্ পাক তাকে সমগ্র মাখলুকাত বিশেষ করে সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি বিষাক্ত ও ক্ষতিকর জন্তুর অনিষ্ঠ হতে হেফাযতে রাখবেন। বিশেষ করে রাতের বেলায়। —তবারনী

অনিদ্রা বা ভয় পেলে এ দো'আ পড়বে ঃ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۔

"আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন গদ্বাবিহী ওয়া ঈক্বাবিহী ওয়া শাররি ইবাদিহী ওয়ামিন হামাযাতিশ্ শায়াত্বীনি ওয়া আইয়্যাহদুরুন।

—আবু দাউদ, তিরমিযী

ঋণ শোধ হওয়ার আমল ঃ

বিছানা শয়ন করে এ দোয়া পড়বে। ঋণ পরিশোধ হওয়া জন্য এ দোয়াটি খুবই ফলদায়ক।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ

فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ ۔ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَىْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اَنِ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ ۔ (হিসনে হাসীন)

আল্লাহুম্মা রব্বাস্ সামাওয়াতি ওয়া রব্বাল আরদ্বি ওয়া রব্বাল আরশিল আজীম। রাব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়্যিন ফা-লিকুল হাব্‌বি ওয়ান্‌নাওয়া ওয়া মুন্‌যিলাত্ তাওরাতি ওয়াল্ ইন্‌জীলি ওয়াল

ফোরক্বানি আউযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়্যিন আন্‌তা আ'খিজুন বি-না সিয়াতিহী আল্লাহুম্মা আন্‌তাল্‌ আওয়ালু ফালাইসা কব্‌লাকা শাইয়ুন ওয়ান্‌তাল্‌ আ-খিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইয়্যুন ওয়ান্‌তাজ্‌ জাহিরু ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইয়্যুন ওয়ান্‌ তাল্‌ বাতিনু ফালাইসা দূনাকা শাইয়্যুন আনিক্‌যি আ'ন্‌নাদ্‌ দাইনা ওয়াগ্‌নিনা মিনাল্‌ ফাক্‌রি।

অনিদ্রাগ্রস্ত বা রাতের বেলা ভীতি গ্রস্ত ব্যক্তি এ দোয়া পড়বে ঃ

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর একবার অনিদ্রা দেখা দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেব না, যে গুলো পাঠ করলে তুমি ঘুমিয়ে যাবে? তুমি বল ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ
وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنَ

وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ لِىْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ اَجْمَعِيْنَ اَنْ يَفْرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَنْ يَطْغٰى عَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ـ

আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতিস্ সাব'য়ি ওয়ামা আজাল্লাত ওয়া রাব্বাল আর্দীনা ওয়ামা আক্বল্লাত ওয়া রাব্বাশ্ শায়াতীনা ওয়ামা আদল্লাত কুন্ লী জারান মিন শাররি খল্কিকা আজ্মায়ীনা আ'ই ইয়াফ্রুতা আলাইয়্যা আহাদুম মিন্হুম আও আ'ইঁ ইয়াত্গা আয্যা জা-রুকা ওয়াতাবারকাস মুকা। –তাবারানী, তারগীব

রাত্রিবেলায় (কোন প্রয়োজনে) বিছানা হতে উঠে পুনরায় বিছানায় শোয়ার পূর্বে নিজের লুঙ্গির প্রান্ত অথবা অন্য কোন কাপড় দ্বারা বিছানাকে ঝেড়ে ফেলবে এবং এ দো'আ পড়ে শুবে ঃ

بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ

اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا وَاِنْ رَدَدْتَّهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ.

"বি ইচমিকা আল্লাহুম্মা ওয়াদা'য়তু জামবী ওয়াবিকা আরফাউহু ইন্ আম্‌সাক্‌তা নাফসী ফারহাম্‌হা ওয়া ইন্ রদাদতুহা ফাহফাজ্‌হা বিমা তাহ্‌ফাজু বিহি আহাদাম মিন ঈবাদিকাস্ সা-লিহীনা। —হিসনে হাসীন

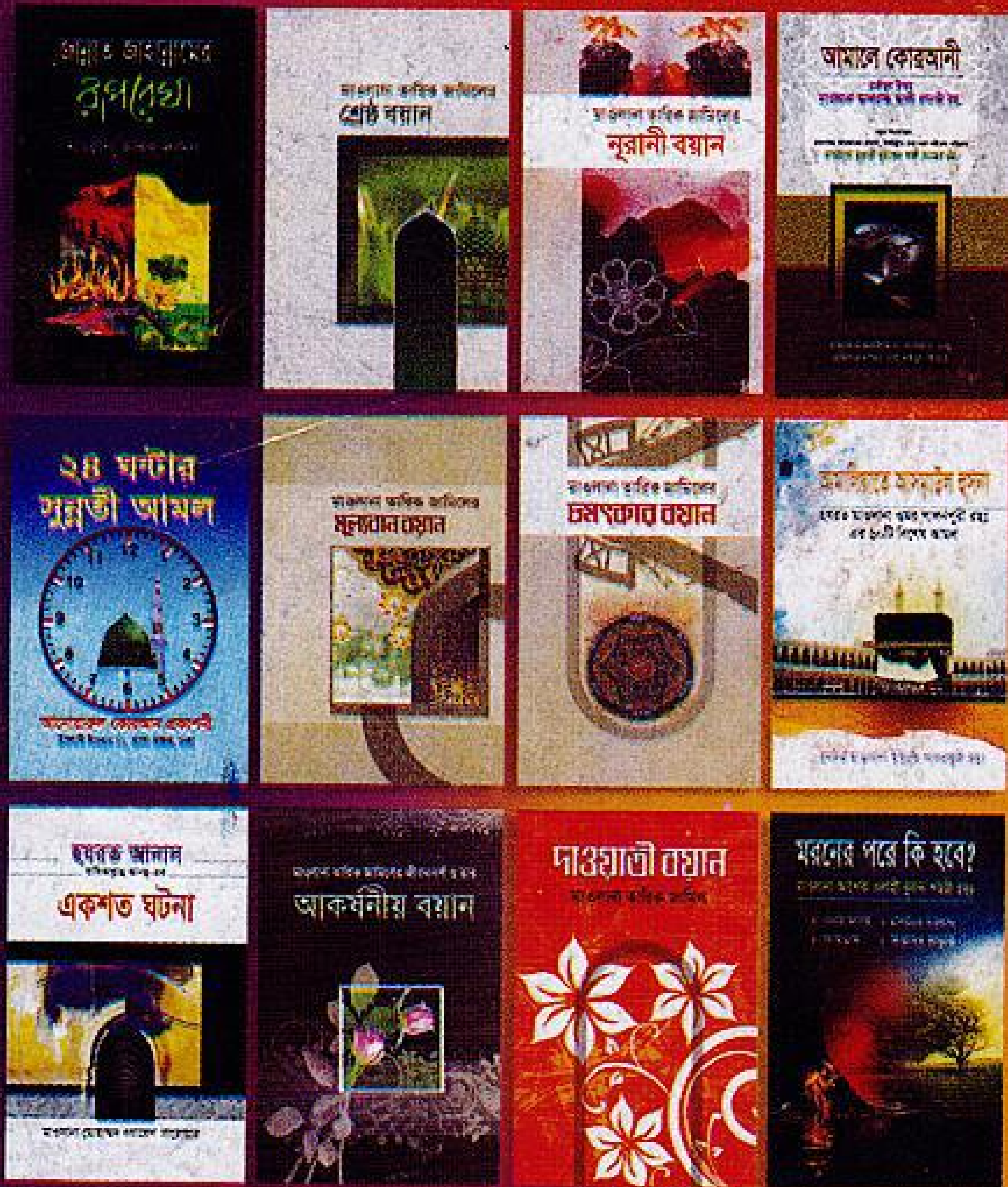
হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ তুমি যখন শয়নের জন্য বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করবে। তারপর ডান কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ

ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَمَنْجَاءَ وَلاَمَلْجَأَ مِنْكَ اِلَّا إِلَيْكَ ـ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

আল্লাহুম্মা ইন্‌নী আস্‌লাম্‌তু নাফসী ইলাইকা. ওয়া ওজ্‌জাহ্‌তু ওজহী ইলাইকা, ওয়া ফাওওজ্‌তু আম্‌রী ইলাইকা ওয়া আল্‌জায়তু জহ্‌রী ইলাইকা রগ্‌বাতান ওয়া রহ্‌বাতান ইলাইকা। লা মানজা'য়া ওয়ালা মালজায়া মিনকা ইল্লা ইলাইকা। আ-মান্‌তু বিকিতাবিকা আল্ লাযী আন্‌জালতা ওয়া নাবিয়্যিকা আল্‌লাযী আর্‌সাল্‌তা।

যদি (এটি পড়ে তুমি নিদ্রা যাও এবং রাতেই) তোমার মৃত্যু ঘটে, তবে তুমি ফিতরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করবে। এ কথাগুলো তোমার কথার শেষে পড়বে (অর্থাৎ, এ বাক্যগুলো পড়ে ঘুমিয়ে পড়বে আর অন্য কোন কথা বলবে না। আর যদি সকাল কর তা হবে তোমার জন্য উত্তম সকাল। —বুখারী মুসলিম আবূ দাঊদ, তিরমিযী


শ্রেষ্ঠ বয়ান
নূরানী বয়ান
আমালে কোরআনী
২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল
চমৎকার বয়ান
একশত ঘটনা
আকর্ষনীয় বয়ান
দাওয়াতী বয়ান
মরনের পরে কি হবে?